রাহেলা সমুদ্র সৈকতে

কুদ্দুস খান

রাহেলা বললেন, " সম্পাদক কুদ্দুস খান বিরক্তিকর ও বোরিং। সবসময়ে ঘরে বসে থাকতে চান।" আমি মিষ্টি করে হাসতে চেষ্টা করলাম। বরাবরের মত এবার নার্ভাস হয়নি। বরং রাহেলার কথাটি ভাল লেগেছে, ইনজয় করেছি। এই প্রথম বারের মত রাহেলাকে ভয় করি নি, একান্ত আপন জন মনে করতেই চেষ্টা করছি। আমি হয়তো বা রাহেলা ও আমার সম্পর্খের একটি ঠিকানা পেয়েছি এবং সম্পর্খটি একটি পরিনতির দিক যাচ্ছে, সম্পর্খটি একটি দিক নির্দেশনা পেয়েছে। আমি গাল ফুলিয়ে বাচ্চা শিশুর মত বলে ফেললাম, " তা সুইট হার্ট সম্পাদক কুদ্দুস খানের কি করা উচিত?" রাহেলা বললেন, " সম্পাদকের রাহেলাকে নিয়ে সান্তা মনিকা বিচে যাওয়া উচিত।" আমার হৃদেয়ে উত্তেজনা অনুভব করলাম, টান টান উত্তেজনা, অনেক দিন বিচে যায়নি। লস এঞ্জেলেসের বাইরের পাঠকদের বলে রাখা ভাল, লস এঞ্জেলেস থেকে ১৫ মিনিট ড্রাইভ করলেই বিচ, বিশ্বের সব থেকে বড় বিচ। মেক্সিকো থেকে পেসিফিক কোষ্ট হাই ওয়ে ধরে ড্রাইফ করলে ওয়াশিংটন ষ্টেট পর্যন্ত গোটাটাই বিচ, কয়েক হাজার মাইল বিচ, পেসিফির সমুদ্রের ধারের বিচ। তবে বিচে যাওয়ার সমস্যা প্রচুর। অনেক সময়ে বিব্রতকর অবস্থায় পরতে হয়। বিশাল বিচের অনেক অংশেই মেয়েরা খুবই কম পোষাকে জলে নেমে পড়ে। জল থেকে উঠে এসে খালি পায়ে ভলি বল খেলতে শুরু করে। একটু নিরিবিলি বিচে অনেক সময়েই মেয়েরা বক্ষের বসন ফেলে দিয়ে খালি বক্ষে ভলি বল খেলতা শুরু করে। এ চিত্র লস এঞ্জেলেস এলাকার বিচ গুলির স্বাভাবিক চিত্র।

গাড়ি চালাতে চালাতে হটাৎ করেই আমি বললাম, "নির্মল দা বলেছেন রাষ্ট্রপতি নিরেপেক্ষতা হারিয়েছে।" রাহেলা বললেন, " নির্মল দা, টি কে?" আমি একটু বিরক্তির ভাব দেখিয়ে বললাম, " আহ নেকামি করো না। বিখ্যাত কলামিষ্ট নির্মল সেন। এখন অন্ধ হয়ে গিয়েছেন, তবু লেখা চালিয়ে যাচ্ছেন।" রাহেলা বললেন, " যতদুর জানি তিনি তো আওয়ামীলীগের সমর্থক।" কথাটি সত্য কি মিথ্যা সেটা আমার জানা নেই। তবে শেখা হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকা কালিন সময়ে নির্মল সেনকে খুব কষ্ট দিয়েছিলেন। বিখ্যাত পত্রিকা দৈনিক বাংলার সাংবাদিক ও কর্মচারী ইউনিয়নদের বেতন নিয়ে নির্মল সেন তৎকালিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহিত কথা বলতে যেয়ে অনেক নাকানি-চুবানি খেয়েছিলেন, সাংবাদিক-কর্মচারিদের বেতনের জন্য নির্মল সেনকে অনশনে ও যেতে হয়েছিল। আমি বললাম, " ঢাকার পত্রিকাগুলি খবর ছাপিয়েছে নির্বাচন কমিশনার মোদাব্বিরের নাম নিজে তারেক জিয়া রাষ্ট্রপতিকে দিয়েছেন, তবেই তিনি কমিশনার হয়েছেন। তিনি পাকিস্তানের পক্ষ হয়ে বাংলাদেশেরে বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। এছাড়াও বি এন পির টিকেটে এবার নির্বাচন করার কথা মোদাব্বির নিজ এলাকায় ঘোসনা দিয়েছেন। এখন কি বলতে চাও রাষ্ট্রপতি নিরপেক্ষ?" এবার রাহেলাকে একটু চিন্তিতই মনে হল। আমি খুব আয়েশ বোধ করলাম। আমার জিত হয়েছে আর রাহেলার হার হয়েছে সেটাই মুখ্য বিষয় মনে হল।

আমি অন্যমনস্ক ছিলাম বিধায় ঠাওর করে উঠতে পারিনি রাহেলা কোন বিচের দিকে গাড়ি চালিয়েছিলেন। রাহেলা নিউ পোর্ট বিচের সাইনের নিচে গাড়িটি পার্ক করতে চেষ্টা করলেন। হটাৎ মনে হল আরে আমাদের তো যাওয়ার কথা ছিল সান্তা মনিকা বিচে! আমি এবার নার্ভাস হলাম, কেলেঙ্কারির এক সেষ হয়ে যাবে। নিউ পোর্ট বিচ হোয়াইট জনসাধারণ এলাকারও পশ এলাকার বিচ। এখানে টিন এজের মেয়েদের প্রায়শই বসন বিহীন বক্ষে জলের খুব কিনায়ায় ভলিবল খেলতে দেখা যায়। আমরা গাড়িটি পার্ক করে বক-সাদা বালুর দিকে হাটতে শুরু করলাম। কানে গাংচিলের কি কি শব্দ এল। গাংচিগুলি পাল্লা দিয়ে উরে বেরাচ্ছে। রাগান্বিত ঢেউ রাশিগুলি পাড়ে এসে মাথা ঠুকছে। আমি মনে মনে হিন্দু দেবতাদের ডাকতে শুরু করলাম, শুনেছি হিন্দুদের কোটি কোটি দেবতা রয়েছে, তার একজন এসে যদি আমার আর রাহেলার গায়ে দুটি পাখা জুরে দেন, তা হলে আমি ও রাহেলা পাখে- পাখ মেলে দুরে বহু দুরে সমুদ্রের শেষ প্রন্তে উড়ে যেতে পারতাম। তারপর, আর ফেরার নামটি করতাম না। অথবা যদি এমন হত দেবতাদের সাহায্যে আমি আর রাহেলা ঢেউ এর মাথায় বসে সমুদ্রে হারিয়ে

যেতাম, তাহলে জীবনের শেষ সাধটি পুর্ন হত।

আমরা সমুদ্রের খুব কিনারায় জলের খুব কাছা কাছি হাত ধরে হাটতে শুরু করলাম। একটু হাটার পরেই টিন এজ ছেলে-মেয়েদের ভলি বল খেলার সেকশনে এসে পৌছলাম। প্রথম টিমটির খেলাটি ভালই মনে হল, মেয়েদের চেয়ে ছেলারা অনেকটা ভাল খেলছে। একটু হাটার পরেই যা ভাবছিলানম সেটায়ই হল, উদাম বক্ষের মেয়েরা ভলিবল খেলছে। সকলেই হোয়াইট টিন। টি মেয়েদের ফার্ম ও নিটোল বক্ষের জাম্পিং আমার মাথায় বার বার হিট করছিল বলেই মনে হচ্ছিল। এর চেয়ে বেশী বলতে মানা। সম্পাদিকা নন্দীনী হোসেন বিরক্ত হন, গালমন্দ করেন। রাহেলা লজ্জা পেল। লজ্জায় আমার পিঠে মুখ ঢাকতে চেষ্টা করল। রাহেলা কতটা লুকাতে পেরেছেন জানিনা, তবে আমার খুব ভাল লেগেছিল। আমার মনে হচ্ছিল এই ক্ষণ যেন আর শেষ না হয়। আমি বললাম, ‘‘ঢাকার কাগজ পত্রিকা বলেছেন, রাষ্ট্রপতির সহিত এ ডভাইজারদের দুরতে ক্রমেই বেড়ে চলেছে, এটা জাতীর জন্য কোন ক্রমেই ভাল নয়।’’ রাহেলা বললেন, ‘‘ ঢাকার পত্রিকাগুলিতে বামদের প্রধান্য বেশী। গত ৫ বছর যাবত তারা খালেদা সরকারের পিছনে লেগেছিল, এখন লেগেছে ডঃ ইয়াজ উদ্দিনের পেছনে। ঢাকার পত্রিকার ভাল অংশই ভারতের টাকায় পরিচালিত হয়।

আমি ঠিক কি উত্তর দেব বুঝে উঠতে পারলাম না। বাংলাদেশের বেশীরভাগ লোক ভারত বিরোধি, অনেক সময়ে বিনা কারণেই। ভারতের বিরোধিতা করা খারাপ নয়। ভারত বড়দেশ, আমাদের উপর প্রধান্য বিস্তার করতে চায়। ছোট দেশ সবসময়েই নিজের আইডেন্টটেটি রাখার জন্য চেচা মেচি করে থাকে। আমি সাহস সঞ্চার করে বলাম, ‘‘ ভারত আমাদের শত্রুদেশ সে কথা স্বীকার করতে আপত্তি নেই। কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতির সহিত বাংলাদেশের অর্থনীতি একত্রিত করতে পারলে ভাল হতে পারত। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আমারিকার সহিত প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য অর্থনীতি একত্রিত করেছে। আমারিকা, কানাডা ও ম্যাক্সিকোসহ দক্ষিন আমেরিকার দেশগুলির অর্থনীতি একত্রে ভালই কাজ করেছে। আর বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থা ওই বসন বিহীন মেয়েদের মতন। বেয়াব্রু হয়ে গেছে বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থা। আমি মেয়েদের নগ্ন বুকের দিকে তাকাচ্ছিলাম আর বাংলাদেশের অর্থ-নীতির চালচিত্র খুঁজে পাচ্ছিলাম। কথাগুলি আমি বলতে সাহস করিনি। মনে ভেবেছি মাত্র। রাহেলা খুবই ভারত বিরোধী। রাহেলা মনে করেন ভারতের বিরোধিতা করার হাজারটি কারণ রয়েছে। আমি বললাম, ‘‘ এই মুহুর্তে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারত বিরোধিতা নেই।’’ আমার কথা শেষ করার আগেই রাহেলা বললেন, ‘‘ রাজনৈতিক দলগুলি ঘর সামলাতে ব্যস্ত, নির্বাচনে বিজয়ী হওয়াই এখন প্রধান, ভারত বিরোধিতা নয়।’’ আমি একটু উচ্চ স্বরেই বলাম। ‘‘ তাহলে রাজনৈতিক দলগুলির কি শুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছে। ভারত নয় নিজেদের সমস্যাগুলির প্রধান্য দিচ্ছে?’’ রাহের একথার উত্তর দেন নি। আমার মনে হল রাহেলা বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তিতে ভুগছে।